173

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...30 DEC 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংহতি সমাবেশের দাবি

যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের শাস্তি চাই

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ যৌন নিপীড়নকারী শিক্ষকদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন সংহতি প্রকাশ করেছে।

গতকালের সংহতি সমাবেশে তারা ছাত্রছাত্রীদের উপর সন্ত্রাসীদের হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠন ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলাসহ উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। একই অভিযোগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছে।

যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে গতকাল সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এ সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী এসে সংহতি প্রকাশ করেন।

যারা সংহতি প্রকাশ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক এম এম আকাশ, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এইচ কে আরেফিন, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক গোলাম হোসেন, লোক প্রশাসন বিভাগের মোফাজ্জেলুল হক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রুবাইয়াত ফেরদৌস মুক্তি, বুয়েটের শিক্ষক আবদুল হাসিব চৌধুরী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বক্তৃতা করেন অর্থনীতি বিভাগের আনু মোহাম্মদ, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা, নটরডেম কলেজের শিক্ষক এ এন রাশেদা। এছাড়া সংহতি প্রকাশ করে সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, বহুমুখী হকার সমিতি, ৮ই মার্চ পরিষদ, হিল উইমেন ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটি প্রভৃতি।

সংহতি সমাবেশে তারা বলেন ঃ এ আন্দোলন সকল শিক্ষকের বিরুদ্ধে নয়- যারা যৌন নিপীড়ক কেবল তাদের বিরুদ্ধেই। তাই সকল শিক্ষকের উচিত এ আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করা। তারা বলেন, ধর্ষণ যেন সংস্কৃতির একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ করা সকলের দায়িত্ব। সমাবেশশেষে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এতদিন আন্দোলনের পক্ষে কোন ভূমিকা না নিলেও গতকাল তারা ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে তারা যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের শাস্তি দাবি ও ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার নিন্দা জানান। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশে বক্তৃতা করেন সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আজিম, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, শাহীন বেগ। সমাবেশে তারা বলেন, আমরাও চাই যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের বিচার হোক; কিন্তু এ বিচারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা যে পদ্ধতিতে আন্দোলন করছে তার সাথে আমাদের দ্বিমত রয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলনের কোন কর্মসূচি দেব না। তারা বলেন, ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য কয়েকটি পত্রিকা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে। হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগ জড়িত নয় বলে তারা দাবি করেন। একই সাথে তারা ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিলশেষে অপরাজেয় বাংলার সামনে সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময় তারা হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগকে দায়ী করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

শাস্তি ঃ নিপীড়ক শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করে বলেন, এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষের মদদ রয়েছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন নুরুল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, জিয়াউল হক জিয়া, মহসীন সরকার, রহমান সিজান।

ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার ঘটনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল ও ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে।

সমাবেশে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বলেন, ক্যাম্পাসে উদ্ভূত সমগ্র পরিস্থিতির জন্য তারাই দায়ী। নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। তারা বলেন, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অবিলম্বে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন মঞ্জুর এলাহী, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, মনোয়ার হোসেন রানা, মনির হোসেন, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আসাদুজ্জামান আসাদ।

একই দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাসদ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে পৃথক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় ক্যাম্পাসে গতকাল পর্যাপ্ত পুরুষ ও মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে পুলিশের ভূমিকা বরাবরের মতোই বিচিত্র ছিল। যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের সংহতি সমাবেশ চলাকালে পুলিশের উপস্থিতিতে কিছু পরিচিতমুখ ছাত্রছাত্রীদের উপর ইট নিক্ষেপ করে। এ সময়ে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর।

যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের শাস্তি দাবি ও ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে গতকালের ক্যাম্পাস ছিল মিছিলে মিছিলে মুখরিত। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষাকারী'রা ছাড়া সকল ছাত্র সংগঠন যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার ছিল।